بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৯ আশ্বিন ১৪১৭
১৪ অক্টোবর ২০১০

বাণী

প্রতিবারের মত এবারও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে নানাভাবে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ভৌগলিক অবস্থান, উর্বরতা ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর সব দেশে সমানভাবে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। এ জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য "ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য" অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ তার বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো জোরদার করতে হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবসের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো: জিল্লুর রহমান)

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রাক্কালে খাদ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মেহনতি কৃষক-শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এবারের খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য' যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা মানুষের মানবিক গুণাবলীকে নিঃশেষ করে দেয়; তার সৃজনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে। ক্ষুধার্ত মানুষের সুন্দর সমাজ, দেশ তথা বিশ্ব গড়ার সৎচিন্তা উবে যায়। নীতি-নৈতিকতা ভুলে ক্ষুধার্ত মানুষ কখনো কখনো অন্ধকারের পথেও পা বাড়ায়। সুন্দর আগামীর জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধা আর পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবী।

সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। পূর্ববর্তী মেয়াদে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার আবারও দেশকে খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়; উদ্বৃত্ত করতেও বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী। দেশের মানুষের ভরণ-পোষণই শুধু নয়; খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আমরা কৃষিকে একটি লাভজনক খাতে পরিণত করতে চাই। জনসংখ্যার লাগামহীন বৃদ্ধি আর কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমান অবস্থার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান বাস্তবতায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আমাদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাই বন্যা, খরা, লবণাক্ততাসহ বিভিন্ন ঘাত সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন আর আধুনিক লাগসই কৃষি ব্যবস্থাপনা।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত। সে সুদিনের প্রত্যাশায় আসুন, দল মত নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক!

(মতিয়া চৌধুরী)

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবারের মতো এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বব্যাপী বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১০ পালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবারের প্রতিপাদ্য ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের চলমান অবস্থার সাথে এবারের প্রতিপাদ্য যথাযথ বলে আমি মনে করি। এমন একটি প্রতিপাদ্য এবার নির্ধারণ করার জন্য বিশ্ব খাদ্য ও বিশ্ব কৃষি সংস্থাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সারা পৃথিবী এখন সংকটের আর্বতে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেকারণে খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তাও হুমকির সম্মুখীন। পক্ষান্তরে বিশ্ব জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। ঐ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হলে তখনই কেবল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে বলা যাবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু মাত্র ফসল উৎপাদনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, বরং একই ভাবে আমাদের জোর দিতে হবে প্রাণিসম্পদ আর মৎস্য সম্পদের ওপর। ফসল ও প্রাণী সেক্টরে সম্মিলিতভাবে এগুতে পারলে আমরা অবশ্যই সফলকাম হতে পারবো।

পরিবর্তিত জলবায়ু, জ্বালানি ও সারসংকট এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংকটে আমাদের যথোপযুক্ত কৌশল এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সমন্বয় করতে হবে। আর তা হতে হবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তখনই আমরা গর্ব করে বলতে পারবো একটাই পৃথিবী যেখানে আমরা সবাই একই পথের যাত্রী। আমরা সে দিবসেরই প্রত্যাশা করি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১০ এর উদযাপন কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এম.পি)

প্রকাশনায় :
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা
ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd
ই-মেইল : dirais@ais.gov.bd
ফোন : ৮৮০-২-৯১১২২৬০ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮
ডিজাইন : বাদল সরকার

বিশ্ব খাদ্য দিবস ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আহবানে **ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য (United Against Hunger)** শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে এ বছর ১৬ অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অংগীকারবদ্ধ। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগসমূহ হচ্ছে- "সবার জন্য খাদ্য" নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং উপকরণ সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা; কৃষি শ্রমিকদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং তাদের পল্লী রেশনিং এর আওতায় আনয়ন করা; বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়নসহ কৃষি আধুনিকীকরণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে গবেষণা সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে ঃ

- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই দুই দফায় কেজি প্রতি টিএসপি সারের মূল্য ৮০ টাকা থেকে কমিয়ে ২২ টাকা, এমওপি সারের মূল্য ৭০ টাকার থেকে কমিয়ে ২৫ টাকা এবং ডিএপি সারের মূল্য ৯০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০ টাকা নির্ধারণ করে ।
- সরকার সার ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা - ২০০৯" প্রণয়ণ করা হয়েছে এবং কৃষকের দ্বারে সঠিক সময়ে সার পৌছে দেয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ৫-৯জন খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সালে ৩৬,৫২৫ মে.টন বোরো বীজধান কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৪,৪১৭ মে.টন উচ্চ ফলনশীল বোরো বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২২% বেশী এবং জাতীয় চাহিদার প্রায় ৪৭%। ২০১০ সালে বোরো বীজ সরবরাহের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ৫৮,০০২ মে.টনে উন্নীত করা হয়–যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৩১% বেশী এবং জাতীয় চাহিদার প্রায় ৬২%। বিএডিসির মাধ্যমে ২০১০-১১ উৎপাদন বর্ষে ৮০,০৪০ মে.টন ধান বীজ (বোরো বীজ ৫৮,০০০ মে.টন, আমন বীজ ২০,৪৪০ মে.টন, আউশ বীজ ১,৬০০ মে.টন), ২৭,০৬৯ মে.টন গম বীজ, ১৩১ মে.টন ভূট্টা বীজ, ১,৬০১ মে.টন পাট বীজ, ২,২১৪ মে.টন তৈল ও ডাল জাতীয় বীজ, ১০২ মে.টন সব্জি বীজ, ৭১৭ মে.টন মসলা বীজ কৃষকের মাঝে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
- দেশে আমন ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য তিনটি হাইব্রিড ধান ছাড়করণের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রতিকুল সহিষ্ণু ও জলমগ্নতা ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২, ব্রিধান-৫৩ এবং ব্রি ধান-৫৪ উদ্ভাবন করা হয়েছে। বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে চলতি উৎপাদন বছরে বিএডিসি লবনাক্ত সহিষ্ণু ব্রি ধান-৪৭ জাতের ২৬০৭ মে.টন বীজ ধান কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করবে।
- কৃষির নিবিড় গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিকুল আবহাওয়ায় তথা ক্ষরা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা ও স্বল্প মেয়াদী জাত উদ্ধাবনে অর্থ বাড়ানো হয়েছে। ইতোমধ্যে ঋষধংয ঋষড়ড়ফ এর কবল থেকে ধানকে রক্ষার জন্য ব্রি ০২টি নতুন জাতের (ব্রি ধান-৫১ ও ব্রি ধান-৫২) ধান উদ্ভাবন করেছে। বোরা চাষ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল বিনা ধান-৮ উদ্ভাবন এবং এর চাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- বিগত রবি ২০০৯-১০ মৌসুমে হাওরাঞ্চলের নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কৃষক পরিবারকে আসন্ন বোরো ফসল চাষাবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রতি কৃষককে ১০ কেজি উফশী বোরো বীজ, ২৫ কেজি ইউরিয়া, ১২.৫ কেজি টিএসপি ও ১২.৫ কেজি এমওপি সার বিনা মূল্যে বিতরণ করা হবে।
- বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ৩০৪২৮.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেচ সংক্রান্ত মোট ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে মোট ১২৩১৩০.০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে ও ৩৫১৮৪৫ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
- হাওর অঞ্চলের অকাল বন্যায় বোরো ফসলের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য চলতি অর্থ বছরে আউস ধান চাষের জন্য ৩৪৬১০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে জনপ্রতি ১ বিঘা জমিতে আউস ধান চাষের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৫৯৫.৭৫ লক্ষ (পঁচিশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর) টাকা।
- গত আমন মৌসুমে বৃষ্টির অভাবে আমন চাষ ব্যহত হলে সরকার ১০০ ঘন্টার suplimentary irrigation বিনামূল্যে প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।
- এই প্রথমবারের মত মাত্র ১০ টাকায় কৃষক ব্যাংক একাউন্ট খোলার পাশাপাশি প্রথমবারের মত সরকার সারা দেশের কৃষককে উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১,৮২,৭৮,৮০৩ টি।
- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের সাহায্যে ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রের সাহায্যে বোরো চাষে নিয়োজিত ৯১,৬১,৫৯৪ জন প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষককে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার মাধ্যমে "ডিজেল ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা" প্রদানের নিমিত্ত ৭৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮ শত টাকা বরাদ্দ করা হয়।
- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পুর্বে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ৩৯০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকির পরিমাণ ৪ হাজার ২৮৫ কোট টাকা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৭ শত ৮৫ কোটি টাকা ভর্তুকি পরিশোধ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ৩৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে তা বৃদ্ধি করে ৪২০০ কোটি টাকা করা হলেও অর্থ বছরের শেষে ৪৮৯২ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ভর্তুকি খাতে ৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের লবণাক্ততা ও অম্লত্বের পরিবর্তন ও অধিক সাইক্লোনের কারণে দেশের উপকূলীয় ও নিম্নাঞ্চল অর্থনৈতিক উপযোগিতা হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এসকল প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বর্তমান সরকার লবণাক্ততা সহনশীল জাত, খরাসহিষ্ণু জাত ও স্বল্প মেয়াদি শস্যের উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ প্রভৃত কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে । এ সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যেক্তাদেরও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এসকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জনে সরকার বদ্ধ পরিকর।

আনোয়ার ফারুক
অতিরিক্ত সচিব
মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
ও
প্রধান সমন্বয়কারী, বিশ্ব খাদ্য দিবস, ২০১০

MESSAGE

On 16 October 2010 the World Food Day enters its 30th year and United against Hunger, the theme of this year's World Food Day, is chosen to recognize the efforts made in the fight against world hunger at national, regional and international levels. Uniting against hunger becomes real when state and civil society organizations and the private sector work in partnership at all levels to defeat hunger, extreme poverty and malnutrition. FAO has launched the campaign of the "1 billion hungry project" to invite people worldwide to sign the anti-hunger petition in a specifically dedicated internet site *www.1billionhungry.org*.

Food production will have to increase by 70 percent to feed a population of nine billion people by 2050. With land scarcity, farmers will be obliged to obtain greater yields out of the land already under cultivation rather than expanding their farms. Increasing food production by such a huge amount, and the related goal that everyone must have access to that food, is not a job for a single actor. But through partnerships with governments, research institutes and universities, farmers' associations and pressure groups, the UN system, civil society, and the private sector working together it can be done.

The major challenges ahead are to mobilize substantial additional public and private sector investments in agriculture and rural infrastructure and ensure farmers' access to modern inputs to boost food production and productivity in the developing world, particularly in low-income and food-deficit countries. We have also found ways to guarantee that everyone has access to the food they need for an active and healthy life which can be achieved so that the farmers can earn incomes comparable to those of secondary and tertiary sector workers.

FAO Representative in Bangladesh

The Government of Bangladesh has put high priority to agriculture and I am convinced that Bangladesh will meet the challenges of food security by attracting public-private investment in the sector, therefore boosting production as well as generating a mechanism to provide access to food at all levels.

I wish a grand success of the World Food Day 2010.

(Ad Spijkers)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ কার্তিক ১৪১৭
১৬ অক্টোবর ২০১০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর ২০১০ বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণের জন্য একক প্রচেষ্টার চেয়ে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত করছে। এ প্রেক্ষিতে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, জলাবদ্ধতায় কৃষি কার্যক্রম এবং সার সাশ্রয়ী চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমান সরকার সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস এবং কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

খাদ্য নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিও কার্যকরভাবে ভাবতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সাহসী ও পরিশ্রমী কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। এভাবে আমরা নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে সফল হব।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আজ যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ বছরে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য'। খাদ্য সংকট মোকাবিলার বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্তমানে দেশের সীমা ছেড়ে আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাথে সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াসের বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থার এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন খুবই প্রাসঙ্গিক। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে ঐক্য' শ্লোগান ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মানব সভ্যতার সুস্থ বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায় ক্ষুধা। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে বিশ্বের খাদ্য চাহিদা ২০৫০ সন নাগাদ বর্তমানের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ হবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনগণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি নানাবিধ কারণে চাষাবাদের বাইরে চলে যাচ্ছে। এভাবে একদিকে আবাদি জমি কমে যাওয়া, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে করেছে ক্ষতিগ্রস্থ। যে কারণে ক্ষুধা ও দারিদ্র এখন অগণিত মানুষের নিত্যসঙ্গী। কৃষি উৎপাদনের সাথে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। দেশের বিপুল সংখ্যক লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষিখাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই। ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে কৃষিখাতকে নতুনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে বলে আমি মনে করি।

সরকার দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে চায়। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় কমিয়ে আনতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতা মধ্যে রাখা সম্ভব হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কৃষি উৎপাদন ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছর ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবসে বিশ্বের কোটি মানুষের সাথে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করে পালন করছি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১০।

বাংলাদেশ ক্ষুধাকে জয় করেছে এটা সত্য, কিন্তু পুষ্টি ও মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে আমাদের আরো অনেক পথ পেরুতে হবে। সে কারণে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম নিশ্চিত করতে হবে আমাদের সকলকে। মনে রাখতে হবে এ বিশাল কর্মপ্রচেষ্টা একক ভাবে গ্রহণ বা বাস্তবায়নের সামর্থ আমাদের নেই। তথাপি সমন্বিতভাবে বাস্তব পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর হলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে আমরা অবশ্যই সফল হব।

বিশ্ব খাদ্য দিবস যথাযথ ভাবে পালনের জন্য প্রতিবছরের মত এবারও আমাদের দেশে বহু মাত্রিক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, র‍্যালি, খাদ্য প্রদর্শনী, বেতার টেলিভিশনে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন ও মাসিক "কৃষিকথা" এর বিশেষ সংখ্যা ছাপানোসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। সারা দেশে এ দিনটিকে উদযাপন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করছি এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন প্রাণবন্ত, বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ হবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১০ উদযাপন সফল হোক একান্তভাবে এ প্রত্যাশা করছি।

(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)